১০-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে মাতা-পিতার কাছ থেকে অসীম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, সেই মাতা-পিতার হাত কখনো ছেড়ো না। পড়াশুনা ছেড়ে দিলে রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথ বাচ্চার মতো হয়ে যাবে"

প্রশ্নঃ- ভাগ্যবান বাচ্চারা কিরকম পুরুষার্থ করে? তাদের লক্ষণ কেমন হয় বলো।

উত্তরঃ- যারা ভাগ্যবান বাচ্চা, তারা দেহী-অভিমানী অবস্থায় থাকার পুরুষার্থ করে। নিজে যা কিছু শোনে, সেটা অন্যকে দান করে। ওরা শঙ্খধ্বনি না করে থাকতেই পারে না। দান করলেই ধারণা হবে। ভাগ্যবান বাচ্চারা সেবার জন্য দিন-রাত দারুন পরিশ্রম করে। কখনো ধর্মরাজকে ডোন্ট কেয়ার করে না। যদি কেবল ভালো-ভালো খাবার খায়, ভালো-ভালো পোশাক পরে, অথচ কোনো সার্ভিস না করে, শ্রীমৎ অনুসারে না চলে তাহলে মায়া খুব অধঃগতি করে দেয়।

গীতঃ - ভোলানাথের থেকে অনুপম...

ওম্ শান্তি। যা কিছু বিগড়ে গেছে, সেটাকে কেবল একজনই ঠিক করতে পারেন - এটা দুনিয়ার মানুষ জানে না। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা, যারা এখানে বসে আছ, তারা এটা বুঝেছ। তোমরাও আবার পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এটা জেনেছ। মায়া বিগড়ে দেয়। যারাই আসুরিক মত অনুসরণ করে, তারাই বিগড়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে শিববাবাকেই ভোলানাথ বলা হয়। শঙ্করকে ভোলানাথ বলা হয় না। তাঁকেই ভোলানাথ বলা যাবে যিনি বিগড়ে যাওয়া দুনিয়াকে ঠিক করেন, যিনি খুব ভোলা এবং যিনি গরিবদেরকে অসীম ধন-সম্পদ দেন। তিনি বাচ্চাদেরকে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দেন যার চিত্রও বানানো আছে। আর কেউ এইভাবে বোঝায় না যে এটা হল উল্টা বৃক্ষ। ভগবানুবাচ - কোনো বেদ শাস্ত্রতে এই ড্রামা এবং বৃক্ষের জ্ঞান নেই। স্বয়ং ভগবান-ই এই জ্ঞান দিয়েছেন। এই জ্ঞানের শাস্ত্রকে বলা হয় সর্বশাস্ত্র শিরমনি শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন কত মিষ্টি বাবা। কিন্তু মায়া তাকেও ভুলিয়ে দেয়। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা কর কিন্তু মায়াও খুব শক্তিশালী, সে তোমাকে স্মরণ করতে দেবে না। বাবা এখন তোমাদেরকে এই ক্রন্দনের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছেন যেখানে ২১ জন্ম পর্যন্ত তোমরা কাঁদবে না। ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা কেঁদেছ। ৮৪ জন্ম নয়। এইসব তোমরা বাচ্চারাই জানো। ভোলানাথ বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। যখন থেকে রাবন বিগড়ে দেয়, তখন থেকেই তোমাদের কান্না শুরু হয়। মানুষকে বোঝানোর জন্যই এত বড় গোলা এবং বৃক্ষের চিত্র তৈরি করা হয়েছে কারন বড় ছবিতে ভালোভাবে বোঝানো যায়। হয়তো কোনো কোনো বাচ্চা নিজের কর্মের জন্য অতটা ভালোভাবে ধারণ করতে পারে না। সবাই তো রাজা রানী হবে না। ভালো কর্ম করলে ভবিষ্যতে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। এটাই কর্মের গতি। বাবা বলেন, আমি কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে জানি এবং সেটা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। টিচার তো সবাইকে একইরকম শিক্ষা দেন। তা সত্ত্বেও কেউ ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে, আবার কেউ অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। তখন সে বলে- কি আর করা যাবে, কর্মের হিসাব এইরকম, তাই আমি পড়িনি। এখানেও একই ব্যাপার। কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে, আবার কেউ পড়াশুনা কিংবা কলেজ যাওয়া ছেড়ে দেয়। কলেজ যাওয়া ছেড়ে দেওয়া মানে বাবা-শিক্ষক-সদগুরুকে ত্যাগ করা। তাঁকে ত্যাগ করলে রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথ বাচ্চার মতো হয়ে যাবে। যার মা-বাবা নেই তাকে অনাথ বলা হয়। সুতরাং যে মাতা পিতার কাছ থেকে স্বর্গের

উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তাঁকে ত্যাগ করার অর্থ রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথ শিশুর মতো হয়ে যাওয়া। এখানেও অনেকে মনে করে যে এখান থেকে বেরিয়ে পুরাতন দুনিয়াতে চলে যাবে। কিন্তু ওখানে তো জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। ওখানে সিনেমা-নাটক, বায়োস্কোপ, ঘুরতে যাওয়া, ভালো জামা কাপড় ইত্যাদি পাওয়া যাবে। যার ভাগ্যে নেই, তার এইরকম চিন্তা চলে। বিনাশ কালে বিপ্রীত-বুদ্ধি হয়ে গেলে পুরাতন দুনিয়াতে চলে যায়। তোমরা জানো যে এই পুরাতন দুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যাবে। সঙ্গে তো কিছুই যাবে না। তোমাদেরকে এই দেহ-অভিমানও ত্যাগ করতে হবে। দেহ-অভিমানের জন্যেই অন্য সব বিকার চলে আসে। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আমিও তো সাময়িক ভাবে এই শরীরে এসেছি। আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই এখন শূদ্র হয়ে গেছি। শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা সমগ্র বিশ্বকে স্বর্গ বানাই। তোমরা বাচ্চারা কতই না ভাগ্যবান। যখন শিববাবা আসেন, তখন তোমাদের মতো ভারত মাতাদেরকেই শক্তিসেনা বানান। তাই তোমাদের নাম হল শিব শক্তিসেনা। তোমরা শিববাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে স্বরাজ্য স্থাপন করছ। শিববাবা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র দুনিয়া ঘন অন্ধকারে আছে। তোমরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে আলোতে এসেছ। কারোর কারোর জ্যোতি একেবারেই জ্বলেনি। এইসব ড্রামাতেই রয়েছে। কারোর জ্যোতি জ্বলে উঠলেও মায়া আবার নিভিয়ে দেয়। চলতে চলতে মায়ার তুফান আসলে যেমন ছিল পুনরায় সেইরকম হয়ে যায়। এই দুনিয়াতে কেউ অনেক ধনী, আবার কেউ ১০ পয়সাও উপার্জন করে না। কোনো কোনো মানুষের খাবারটুকু জোগাড় করতেও খুব কষ্ট করতে হয়। একটু খাবারের জন্য চিৎকার করে। বাবা ওদের দ্বারা (বিদেশিদের) সাহায্য করিয়ে নিচ্ছেন। মানুষ এইসব বোঝে না। এটাও ড্রামার রহস্য। তোমরা যখন খুব দুঃখ পাও তখন বাবা আসেন। ওরা যদি প্রেরণা না পেত, তাহলে তোমাদেরকে সাহায্য করত না। এখনো তোমাদের রাজধানী সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়নি। এই ছবিগুলো কাউকে বোঝানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ছবিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ম্যাপ ছাড়া কিভাবে বোঝা যাবে কোন শহর কোথায় অবস্থিত। ওখানে এইরকম ম্যাপ থাকবে না। এখন তো ভারত কত বড়। বাস্তবে ভারতের জনসংখ্যাই সর্বাধিক হওয়া উচিত। থাকার জন্য অনেক জায়গা প্রয়োজন। স্বর্গে তো খুব কমজন থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব বিষয় রয়েছে। বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা খুব কমজনই থাকব। বৃক্ষের গুড়ির মতো। পরে পরে বৃক্ষের বৃদ্ধি হবে। তারপরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বৃক্ষ বেরোতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা এইসব কথা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং সেই নেশায় থাকে। আমরা বাবার দ্বারা নলেজফুল হচ্ছি। বাবা খুব সহজভাবে বোঝাচ্ছেন। তিনি বলছেন, কেবল এই সৃষ্টিচক্রকে স্মৃতিতে রাখো। সৃষ্টিচক্র এবং শঙ্খ। যে জ্ঞান শঙ্খ বাজাবে না, তাকে গীতা শোনাতে সক্ষম ব্রাহ্মণ কিভাবে বলা যাবে? যারা গীতা শোনায়, তাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে। যে খুব ভালো পাক্কা বিদ্বান হবে, তার মধ্যে নেশা থাকবে। কত হাজার হাজার মানুষ বসে বসে শোনে। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান হল নুতন। দুনিয়ার মানুষ বলাবলি করে- এরা যে জ্ঞানটা শোনায় সেটা না হিন্দুদের, না মুসলমানদের, কে জানে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ বুঝতে পারে যে ভোলানাথ বাবা, ভক্তদের রক্ষক, পতিত-পাবন ভগবান এসেছেন। তাঁকে তো আসতেই হত। বাবা বলেন, আমার স্মরনচিহ্ন রূপে বিভিন্ন মন্দিরও আছে। আমি পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই এসেছি। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে বাবা এসে আমাদেরকে ৫ হাজার বছর আগের মতো করে বোঝাচ্ছেন। তোমরাও বল- বাবা, আমরা ৫ বছর আগে এসে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম। এত এত বাচ্চারা রয়েছে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। সবাই বলছে- বাবা আমরা তোমার নাতি এবং ব্রহ্মাবাবার সন্তান। যাকে

হোক জিজ্ঞাসা করলেই সে বলবে- শিববাবার সন্তানরা সবাই ভাই ভাই। তবে সাকারী রূপে ব্রহ্মাবাবার সন্তান হওয়ার জন্য ভাই-বোন অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়ে গেছে। এটা যেন সর্বদা বুদ্ধিতে থাকে। যেহেতু আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই বিকারের কোনো প্রশ্নই আসে না। একই বংশের অন্তর্গত। রচয়িতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। তাই বাকি সবাই হল প্রজা। শিববাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চা বানান। নিশ্চয়ই সত্যযুগের আগেই আসবেন। এই ব্রাহ্মণরা যখন দেবতা হয়ে যায়, তখন তারা অবশ্যই পবিত্র থাকবে। যারা যারা পবিত্র থাকে, তারা নিজ নিজ রাজত্ব নিয়ে নেয়। শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা রচনা করছেন। তোমরা জানো যে আমরা ৫ হাজার বছর আগেও সঙ্গমযুগে ছিলাম। এখন পুনরায় দেবতা হব। সত্যযুগে কিংবা কলিযুগে কোনো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী থাকে না। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হল ভাই-বোন। এটাই হল পবিত্র থাকার যুক্তি। যে পবিত্র থাকবে না, সে বিশ্বের রাজত্ব নিতে পারবে না। ব্রাহ্মণরাই দেবতা হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, পুরুষার্থ করে নিজে ধারণ কর এবং অন্যকেও করাও। যখন দেবতা হওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে, তখন বিনাশ হবে। বিনাশ অতি নিকটে। যারা ভালো ভালো সেবাধারী বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে ধারণ হয়। দান না করলে বুদ্ধিতে বসবে না। কোনো কোনো ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী খুব ভালো ফার্স্ট ক্লাস পরিশ্রম করে। কেউ সেকেন্ড, কেউ থার্ড ক্লাস পরিশ্রম করে। তারা সেইরকম ফল পাবে। সবাই বলে - এখানে ফার্স্টক্লাস ব্রহ্মাকুমারী পাঠাও। কিন্তু এতজন আসবে কোথা থেকে। শিববাবা জানেন কারা কারা ফার্স্টক্লাস। প্রত্যেকের অবস্থাই জানেন। অনেক কন্যাই ভালো সার্ভিস করে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা খাওয়ার বিষয়ে খুব আগ্রহী। তারা বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার জন্য যায়। বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা ভালো মতো খাবার না পেলে সন্তুষ্ট হয় না। বাবা-মাম্মার নাম খারাপ করে দেয়। তার ওপর বোঝাতে গেলে রেগে যায়। কেউ কেউ তো ধর্মরাজকেও ডোন্ট কেয়ার করে। ওরা পরে আশ্চর্যজনক ভাবে চলে যায়। মায়া তাদের এমন অধঃগতি করে দেয় যে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারে না। তারপর বিকারের জন্য অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার করে। অত্যাচার সহ্য করাটাও পরম সৌভাগ্য। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তো পাওয়া যাবে। অনেকের ওপরেই অত্যাচার করা হয়। কারন বিষ ছাড়া তো থাকতেই পারে না। এটা হল দুর্গতির দুনিয়া। এখানে কারোর সদগতি হতে পারে না। মৃত্যুলোক এবং অমরলোকের ব্যাপারে কেউই জানে না। অমরলোক হল সত্যযুগ। যেখানে আদি-মধ্য-অন্ত কেবল সুখ থাকবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে অমরনাথ পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছে। কিন্তু সুক্ষ্মবতনে তো কথা শোনার প্রয়োজন হবে না। তাহলে এই অমরকথা কেন শোনান হয়েছিল? অমরকথা শোনানোর পরে তারা সুক্ষ্মবতন থেকে কোথায় গেল? কিছুই জানে না। এইসব কথাকে ভালো করে বুঝতে হবে। কথা তো অনেকেই শোনায়। ওদের কথাগুলো শুনে তারপর ভালোভাবে বোঝাতে হবে। দশমীর দিন অনেক বড় বড় ব্যক্তি রাবন পোড়া দেখতে যায়। বিচক্ষণ মানুষরা বুঝতে পারবে যে একটা বাঁদর কিভাবে রামকে সাহায্য করতে পারে? কিছুই বোঝে না। আজকাল তো রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের লড়াই। যিশুখ্রিস্টের সন্তানরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। বাবা বলছেন, এটাও ড্রামাতেই ছিল। ড্রামাকে জেনেছ বলেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমরা জানো যে এইবার এই খেলা শেষ হয়ে যাবে। তাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। বাবা এসে সকল রহস্য বুঝিয়েছেন। বাবা-ই হলেন শিক্ষক এবং পতিত-পাবন। সকল মহত্ব তাঁর-ই। মায়া অধম বানিয়ে দেয়। বাবা এসেই শ্রেষ্ঠ বানান। তিনি বলেন- বাচ্চারা, তোমরা আমার কথা শোনো, পুরাতন দেহ ত্যাগ করার পুরুষার্থ কর। তোমরা এখন পতিদের পতিকে পেয়েছ যিনি স্বর্গের রাজত্ব দেন। ওটা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হল সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া। দুনিয়া তো একটাই। এটাই সম্পূর্ণ

নির্বিকারী এবং সম্পূর্ণ বিকারী হয়। ভারত আগে স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। এই ছবিগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কাউকে এইগুলো বুঝিয়ে দিলে সে গুনগান করবে। কিভাবে চক্র আবর্তিত হয়, কাদের কাদের রাজত্ব চলে, সবকিছুই এই ছবিতে আছে। যেকোনো ধর্মাবলম্বীকে বোঝালে তারা খুশি হবে। ভবিষ্যতে যখন একে অপরের কাছ থেকে শুনবে, তখন বলবে- এটা তো খুব ভালো জ্ঞান। বিদেশে কোনো বিচক্ষণ বাচ্চা গেলে অনেক সেবা হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে বুদ্ধিতে রেখে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। কখনো পড়াশুনা ছেড়ে দিও না।

২) জ্ঞান দান করলেই ধারণ হবে। তাই অবশ্যই দান করতে হবে। কখনো বাবার নির্দেশকে ডোন্ট কেয়ার করা উচিত নয়।

বরদান : - অ্যাটেনশন এবং চেকিং-এর বিধি দ্বারা ব্যর্থর হিসাব সমাপ্ত করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও

ব্রাহ্মণ জীবনে ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ কর্ম অনেকটা সময় নষ্ট করে দেয়। এরফলে যতটা উপার্জন করতে চাও, ততটা করতে পার না। ব্যর্থর খাতা সমর্থ হতে দেয় না। তাই সর্বদা এই স্মৃতিতে থাক যে আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান। শক্তি থাকলে যা চায় সেটাই করতে পারে। কেবল বারবার অ্যাটেনশন দাও। যেমন ক্লাসের সময়ে কিংবা অমৃতবেলায় যোগ করার সময়ে অ্যাটেন্শন দাও, সেইরকম সারাদিনের মধ্যেও অ্যাটেনশন এবং চেকিং-এর বিধিকে প্রয়োগ করলে ব্যর্থর হিসাব সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান : - যদি রাজঋষি হতে চাও তাহলে ব্রাহ্মণ আত্মাদের আশীর্বাদের দ্বারা নিজের স্থিতিকে নির্বিঘ্ন বানাও।